গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৩৭.১৪.০০৭.১৪(৩য় খন্ড)-৪৪

তারিখঃ ১৪ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "চাঁদপুরস্থ নদীকেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পিএসসি (PSC) ৭ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর গত ১৩/০৬/২০২২খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (০২ পাতা)

(মোহাঃ মোজাম্মেল হক)
উপসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৭৩৩৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৩। সদস্য (সচিব), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৪। সদস্য (সচিব) কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৪। প্রকল্প পরিচালক, "চাঁদপুর নদীকেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, (বিএফআরআই), চাঁদপুর।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা
www.mofl.gov.bd

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভা গত ১৩.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালায়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশ করা হলো।

২.০ উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভায় কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর পর প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে সর্বমোট ৩৩৫৩.৯০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৮/০৯/২০২০ তারিখে ১ম বার এবং ১৩/০৯/২০২১ তারিখে ২য় বার সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। ২য় বার সংশোধনকালে জুন/২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে ও ৩৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি অনুমোদিত হয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ রয়েছে ৮০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৫০৮.০০ + মূলধন ২৯২.০০) টাকা এবং মে/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৪৯.৩৭ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৬৮.৬৭%। প্রকল্পের শুরু হতে মে/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২২২.৫৪ লক্ষ, যা মোট বরাদ্দের ৯৩.৭৬%। প্রকল্পটি চলতি বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে।

২.২ আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণের জন্য চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে আধুনিক গবেষণা ভেসেল ক্রয়সহ অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন; ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে যুগোপযোগী গবেষণা পরিচালনা এবং ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.১ আলোচনাঃ

৩.১ প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম, পূর্ববর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো- ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা, আধুনিক গবেষণা ভেসেল ক্রয়, পন্টুন, স্পিডবোট, মটর সাইকেল ক্রয়, কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, যেমন-ভেসেল ঘাটের জন্য বার্থিং স্ট্রাকচার, গভীর নলকূপ স্থাপন, ডরমেটরী কাম ট্রেনিং ভবন, এ-টাইপ ডুপ্লেক্স ভবন, মেশিনারী এবং ফিড ষ্টোর, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন স্থাপন ইত্যাদি।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ইলিশের প্রণোদিত প্রজনন প্রচেষ্টা ও সম্ভাব্য নতুন প্রজনন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, ইলিশ পপুলেশনের গতিবিদ্যা ও মজুদ নিরুপন, ইলিশের ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট, ইলিশ মাছের খাদ্য এবং খাদ্যাভাস, ছোট আকারের ইলিশের ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতার কারণ, ইলিশ সম্পদের উপর জলাবায়ুর পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণগুলোর প্রভাব, নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং এর মাধ্যমে ইলিশ মাছের জেনেটিক গঠন জানাসহ মোট ১২ (বার)টি

বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য হচ্ছে- নতুন প্রজননক্ষেত্র সনাক্তকরণ, পপুলেশন ডিনামিক্স স্টাডি, ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরী এবং ছোট আকারের ইলিশের ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতার কারণ নির্ণয়।

৩.৩ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বালেশ্বর নদী ও মোহনা অঞ্চলে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী পূর্বের সনাক্তকৃত ৭০০০ বর্গ কি.মি. প্রজনন এলাকার সাথে নতুন সনাক্তকৃত ৩৪৮ বর্গ কি.মি. প্রজনন এলাকা যুক্ত হচ্ছে। গবেষণায় দেশের নদ-নদী ও সাগরে ইলিশের বার্ষিক সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield; MSY) অর্থাৎ আহরণমাত্রা ৭০০৭০৫ মে. টন নিরুপণ করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির/কৌশলপত্র প্রণয়নের ফলে বাংলাদেশে ইলিশ মাছের পপুলেশন-এর গঠন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে, ইলিশ মাছের মজুদ ও সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা জানা যাবে, ইলিশ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা পলিসি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং সার্বিকভাবে দেশের সমুদ্র মোহনা ও নদী অববাহিকায় ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের আওতায় ইলিশের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য যেমন-হিলসা ক্র্যাকারস, ফিশ বল, হিলসা কারি উৎপাদন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে হিলসা এ্যাকশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সেই দিক বিবেচনায় ইলিশ গবেষণা অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

৩.৪ ছোট আকারের ইলিশের ডিম্বাশয়ের পরিপক্কতার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, মাছগুলোর আকার ছোট হলেও তাদের বয়স ডিম পাড়ার উপযুক্ত ছিল। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি ছোট আকারের মাছের গড় আকার ও গড় বয়স নির্ণয় করে তাদের বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি না হওয়ায় প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৫ স্টিয়ারিং কমিটির পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব এর উপস্থিতিতে গত ০৪/০১/২০২২ তারিখে গবেষণা ভেসেলটি খুলনা শিপইয়ার্ডে বিএফআরআই-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৩.৬ মহাপরিচালক বিএফআরআই বলেন, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের ফলে ইলিশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, জাহাজের ক্রুজ পরিচালনা, নদ-নদী এবং মোহনা অঞ্চলে ইলিশের ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা ব্যয় বহুল-যা রাজস্ব বাজেটে নির্বাহ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি নতুন একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের গুরুত্ব সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি নতুন একটি প্রকল্প প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪.০ বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন ও ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

৪.২ মাঠ পর্যায়ে হিলসা এ্যাকশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইলিশ গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে;

৪.৩ ছোট আকারের ইলিশে পরিপক্কতার প্রকৃত কারণ বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করতে হবে;

৪.৪ ইলিশ নিয়ে আরো বিস্তারিত গবেষণার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

৪.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে ও সংগৃহীত সম্পদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭.৬.২২

(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সচিব